[২০১৮] ৪ এস. সি. আর. ৭৫১

ভাস্কররাও এবং অন্যান্যরা,

বনাম

মহারাষ্ট্র রাজ্য

(২০১৪ সালের ৪০৮ নং ফৌজদারি আপিল)

এপ্রিল ২৬,২০১৮,

[এন. ভি. রমনা এবং এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ড বিধি, *১৮৬০:*

ধারা ১৪৭, ১৪৮, ৪৫২ সহ পঠিত ধারা ১৪৯, ধারা.৩০২/১৪৯ এবং ধারা ৫০৬- অধীনে রাষ্ট্রপক্ষ- একজন ব্যক্তিকে হত্যার জন্য - ১৬ জন অভিযুক্তের দ্বারা - বিচারিক আদালত সকল আসামিকে খালাস দিয়েছে - হাইকোর্ট খালাসের আদেশ বাতিল করে দিয়েছে - আপিলের সময়, সিদ্ধান্ত: সাক্ষীদের সাক্ষ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না - সাক্ষীদের বক্তব্যে অনেক উন্নতি হয়েছে- জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ছিল - সকল সাক্ষী আত্মীয় ছিলেন - বস্তুগতভাবে স্বাধীন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি - রাষ্ট্রপক্ষ উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে - পাঁচ সাক্ষীর পাশাপাশি মেডিকেল প্রমাণও রাষ্ট্রপক্ষ মর্থন করেনি - সুতরাং, ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতাকে রাষ্ট্রপক্ষ যথাযথভাবে ে এনেছে বলা যাবে না - রাষ্ট্রপক্ষের মামলার ত্রুটি এবং অসঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেআইনি সমাবেশ করা হয়েছে বলা যাবে না - অভিযুক্তের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি - খালাস ন্যায্য।

ফৌজদারি আইনঃ

উদ্দেশ্য -সাক্ষ্যগত মূল্য - সিদ্ধান্ত: পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যের ভূমিকা থাকে - কিন্তু শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের অভাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষের মামলা বাতিল করা এই বিষয়টিকে কৃতিত্ব দেওয়ার শামিল হবে, যেখানে এটি প্রাপ্য নয়।

আপিলঃ

খালাসের বিরুদ্ধে আপিল - আপিল আদালত কর্তৃক প্রমাণের উপর হস্তক্ষেপ এবং পুনঃমূল্যায়ন - এর ব্যাপ্তি - সিদ্ধান্ত : আপিল আদালত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে - তাদের হস্তক্ষেপ কেবল তখনই প্রয়োজন যখন যৌক্তিক কারণ এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে।

প্রমাণঃ

পারিপার্শ্বিক প্রমাণ-পরিস্থিতিগত প্রমাণের মূল্য তার সঞ্চিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে-যখন এই ধরনের বেশ কয়েকটি প্রমাণ একসাথে নেওয়া হয়, তখন তারা দোষী সাব্যস্ত করার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সম্ভাব্য শক্তি বহন করতে পারে, যদি এই ধরনের প্রমাণ ঘটনাগুলির একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা তৈরি করে যার ফলে কেবল একটি অনুমানই প্রচার করা হয়।

সাক্ষীঃ

সম্পর্কিত সাক্ষী-প্রমাণমূলক মূল্য-সিদ্ধান্তঃ সাক্ষীর স্বার্থ তার সাক্ষ্যকে প্রভাবিত করে-পক্ষপাতিত্বের প্রভাবে, একজন 'মানুষ সঠিকভাবে বিচার করার মতো অবস্থানে নাও থাকতে পারে-অতএব, ফলাফলের প্রতি আগ্রহী সাক্ষীকে যদি তাদের সাথে একই মাপকাঠিতে ওজন করার অনুমতি দেওয়া হয় যাদের ফলাফলের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই, তবে বিকৃত সত্যের জন্য আদালতের দরজা খোলা হবে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করা হয়েছে: ১. বর্তমান মামলায়, একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের পরে, বিচার আদালত উপসংহারে আসে এবং যুক্তিসঙ্গত যুক্তি দ্বারা অভিযুক্তের সমতুল্য হয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আপিল আদালত অভিযুক্তের নির্দোষতা পুনরায় নিশ্চিত করার কাজে আরও বোঝা হয়ে পড়ে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আপিল আদালতকে খুব সতর্ক হতে হবে বলে আশা করা হয় এবং খালাসের আদেশে তার হস্তক্ষেপ কেবল তখনই আহ্বান করা হয় যখন জোরালো কারণ এবং ভিত্তি থাকে। অন্য কথায়, যে প্রমাণের উপর ভিত্তি করে খালাসের আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় তা পর্যালোচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে, তবুও অভিযুক্তের নির্দোষতার অনুমানটি বিচার আদালত দ্বারা তার খালাস দ্বারা আরও জোরদার করা হচ্ছে, সেই আদালতের ফলাফল যা সাক্ষীদের দেখার এবং তাদের সাক্ষ্য শোনার সুবিধা পেয়েছিল তা কেবল খুব উল্লেখযোগ্য এবং বাধ্যতামূলক সহজবোধ্যতার জন্য বিপরীত হতে পারে।

সুরজপাল সিং ও অন্যান্যরা বনাম রাজ্য, ১৯৫২ ক্রিএলজে ৩৩১-এর উপর নির্ভরশীল।

২. রাষ্ট্রপক্ষ পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে মামলাটি প্রমাণ করেন। পরিস্থিতিগত প্রমাণের মূল্য সঞ্চিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, পরিস্থিতিগত প্রমাণের একটি একক অংশ অভিযুক্তের দোষী হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে এই ধরনের বেশ কয়েকটি প্রমাণ একসাথে নেওয়া হলে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সম্ভাব্য শক্তি বহন করতে পারে, যদি এই ধরনের পরিস্থিতিগত প্রমাণ ঘটনাবলীর একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল তৈরি করে

যার ফলে কেবল একটি অনুমানই তৈরি হয়।

৩. বর্তমান মামলার সাক্ষীরা আন্তঃসম্পর্কিত ছিলেন, এবং এই আদালতকে তাদের বক্তব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। যে কেউ আইনের আদালতে সাক্ষী হয়েছে, যার ফলাফলের প্রতি দৃঢ় আগ্রহ রয়েছে, যদি তাদের একই মাপকাঠিতে ওজন করার অনুমতি দেওয়া হয় যাদের ফলাফলের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই, তবে বিকৃত সত্যের জন্য আদালতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। এই দৃঢ় নিয়ম যা এই ব্যবস্থার প্রাচীর হিসাবে রয়ে গেছে এবং যা এই ধরনের উত্স থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের মূল্য নির্ধারণ করে, সতর্কতার সাথে এবং যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা দরকার। এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, সাক্ষীর স্বার্থ অবশ্যই তার সাক্ষ্যকে প্রভাবিত করবে, এটি একটি সর্বজনীন সত্য, উপরন্তু, পক্ষপাতের প্রভাবে, একজন মানুষ সঠিকভাবে বিচার করার মতো অবস্থানে নাও থাকতে পারে, এমনকি যদি তারা আন্তরিকভাবে তা করতে চায়। একইভাবে, সে নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ দেওয়ার মতো অবস্থানে নাও থাকতে পারে, যখন এতে তার স্বার্থ জড়িত থাকে। এই ধরনের প্রভাবের অধীনে, মানুষ সচেতনভাবে না হলেও, কিছু তথ্য দমন করবে, অন্যদের নরম বা সংশোধন করবে এবং অনুকূল রঙ প্রদান করবে। মানুষের সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে এগুলি সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণকারী বিবেচনা, এবং প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রমাণের নিয়ম প্রয়োগ এবং সত্যের মাত্রায় এর ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

দলীপ সিং ও অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, [১৯৫৪] ১ এস. সি. আর ১৪৫; মাসলতি বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য, [১৯৬৪] ৮ এস. সি. আর ১৩৩; দরিয়া সিং ও অন্যান্যরা বনামঃ পাঞ্জাব রাজ্য, [১৯৬৪] ৩ এস. সি. আর ৩৯৭, হরবন্স কৌর ও আরেকজন বনাম হরিয়ানা রাজ্য, ২০০৫ সি. আর. আই. এল. জে ২১৯৯; নামদেও বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৭) ১৪ এস. সি. সি ১৫০: [২০০৭] ৩ এস. সি. আর ৯৩৯-এর উপর নির্ভরশীল।

৪, রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ ১-এর বক্তব্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছে। তার দ্বারা বিশেষভাবে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা হল যে অভিযুক্তরা মৃত ব্যক্তির উপর তিনটি জায়গায় হামলা চালিয়েছিল, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির বাড়ির সামনে এবং পিডব্লিউ ৩-এর বাড়ির কাছে এবং 'ওয়াই '-এর মাঠে। তবে, তাদের জবানবন্দিতে পিডব্লিউ ২,৪ এবং ৫-এ পিডব্লিউ ৩-এর সামনে মৃত ব্যক্তির উপর এই ধরনের হামলার কথা উল্লেখ করা হয়নি। বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় যে 'ওয়াই'-এর মাঠে মৃত ব্যক্তির উপর অভিযুক্তদের আক্রমণ করতে দেখেছেন এমন কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই।

পিডব্লিউ ৩-এর বক্তব্যও পুরো মামলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। এক সময় তিনি বলেছিলেন যে মৃত ব্যক্তি তার বাড়ির সামনে মারা গেছেন। তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এবং আদালতে সামগ্রিকভাবে ভিন্ন বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল। পিডব্লিউ ৪-এর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হয়েছে, যিনি মৃত ব্যক্তির উপর হামলার ক্ষেত্রে উন্নতি করেছেন। এছাড়াও পিডব্লিউ ৪-এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে আঘাত পাওয়ার দিকটি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। যদিও তিনি বলেছিলেন যে তিনি আক্রমণকারীদের মুখ দেখে চিনতে পারছেন কারণ তিনি তাদের নাম জানেন না, তবুও পরীক্ষার শনাক্তকরণ কুচকাওয়াজ করা হয়নি যা মামলার মামলার জন্য মারাত্মক।

৫. পিডব্লিউ ২,৩ এবং ৫ তাদের জবানবন্দিতে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার জড়িত থাকার বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিয়েছে এবং অভিযুক্তকে লক্ষ্য করার বিষয়েও যে তাকে লাঞ্ছিত করার সময় এবং স্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে যায় যেখানে পিডব্লিউ ১ এবং ৪ এই বিষয়ে নীরব ছিল। ঘটনার সময় আলোর প্রাপ্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বিবৃতিও ছিল।

৬. পিডব্লিউ ১ হাত কাটার সাক্ষী হয়নি, যার ফলে তার স্বামীর চূড়ান্ত মৃত্যু হয়েছে। অভিযুক্তের দোষের বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণের অভাবে বিশ্বাস না করা এই আদালতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ তার প্রমাণ রয়েছে।

৭. পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যের একটি ভূমিকা রয়েছে, তবে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের অভাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি সরিয়ে দেওয়া এই বিষয়টিকে কৃতিত্ব দেওয়ার সমান, যেখানে এটি যথাযথ নয়। অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ঝগড়া যার সময় মৃত ব্যক্তি গ্রামের একটি মুদি দোকানের কাছে অভিযুক্ত ৪ নম্বরকে চড় মেরেছিলেন। ঘটনাচক্রে, রাষ্ট্রপক্ষ মুদি দোকানে উপস্থিত স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে একই প্রমাণ করতে পারেনি, যদিও রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা ৪ থেকে ১৯ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পুলিশ স্টেশনের প্রধান কনস্টেবল পি. ডব্লিউ. ১০, যিনি পি.ডব্লিউ. ১-এর মৌখিক অভিযোগকে লিখিত আকারে কমিয়ে এনেছিলেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পি.ডব্লিউ. ১ অভিযোগ দায়ের করার সময় পূর্ববর্তী ঝগড়া সম্পর্কেও উল্লেখ করেননি।অভিযোগের পর্যায় থেকে শুরু করে তার তদন্তকারী পর্যায়ে পি.ডব্লিউ. ১-এর বিবৃতিতে নিঃসন্দেহে অনেক উন্নতি হয়েছে।

উপরন্তু, ঝগড়া সম্পর্কিত পিডব্লিউ ১-এর প্রমাণ শ্রবণযোগ্য প্রমাণ হওয়ার জন্য নিষিদ্ধ। [অনুচ্ছেদ ৩৫] [৭৭৩-এফ-জি; ৭১৪-এ-বি]

হরি শঙ্কর বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি. ৪০: [১৯৯৬] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৩২৮; উজ্জাগর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (২০০৭) ১৩ এস. সি. সি. ৯০:। ২০০৭] ১৩ এস. সি. আর. ৬৫৩; ইউ. পি. রাজ্য বনাম কিষাণপাল ও অন্যান্যরা , (২০০৮) ১৬ এস. সি. সি. ৭৩: [২০০৮] ১১ এস. সি. আর. ১০৪৮; বিপিন কুমার মণ্ডল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (২০১০) ১২ এস. সি. সি. ৯১: [২০১০] ৮ এস. সি. আর. ১০৩৬-এর উপর নির্ভরশীল।

চ্যান্ডলার বনাম, ডিপিপি [১৯৬৪] এসি ৭৬৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

জেরোম হল ৮৮ (২য় সংস্করণ. ১৯৬০) রচিত ফৌজদারি আইনের সাধারণ নীতিগুলি-উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. বিকল্পভাবে, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল যে অভিযুক্ত পক্ষটি নন-এসসি/এসটি আইটেমের অন্তর্গত ছিল এবং এসসি কমিউ এর অন্তর্গত ছিল। সম্প্রদায় যেখানে রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি যে মৃত ব্যক্তি তফসিলি জাতির এবং অভিযুক্তরা অ-তফসিলি জাতি বা উপজাতির ছিল এবং রাষ্ট্রপক্ষ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের ৩ (i) (x) এবং ২ (v) ধারার অধীনে অভিযোগ সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই অভিযোগের বিপরীতে, হাইকোর্ট বিচার আদালতের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকেও নিশ্চিত করেছে, যা অন্য কথায় রাষ্ট্রপক্ষ সংস্করণকে ভুল প্রমাণ করেছে।

৯. একজন অভিযুক্ত অবশ্যই অপরাধের জন্য পরোক্ষভাবে দোষী, এমনকি যদি সে সরাসরি অপরাধের সাথে জড়িত না হয় তবে অন্য অভিযুক্তদের দ্বারা সংঘটিত হয়, যদি সে তার সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য বেআইনী সমাবেশের সদস্য হিসাবে প্রমাণিত হয়। এটা স্পষ্ট যে পিডব্লিউ ১-অভিযোগকারীর মতে, এফআইআরে তার দ্বারা উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংখ্যা, যারা তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছে, যখন প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন লোক বাড়ির বাইরে জড়ো হয়েছিল এবং তারা সকলেই মৃতকে লাঞ্ছিত করেছিল। তবে, পরীক্ষায় প্রধান তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে ১৫ জনের মধ্যে, হামলাকারীরা তার স্বামীকে আক্রমণ করেছিল। যদিও তিনি তার জবানবন্দিতে হামলাকারীদের নাম বলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তবুও তিনি একটি বিষয় তুলে ধরেছিলেন যে তিনি সমস্ত হামলাকারীদের চেনেন।অভিযোগের লেখক পিডব্লিউ ১০ অনুসারে, পিডব্লিউ ১ তার বাড়িতে অভিযুক্ত নং ১৩ এবং

১৫ এর প্রবেশের কথা উল্লেখ করেনি। এফআইআর দায়ের করার সময় তার দ্বারা এ-১১ দ্বারা একটি কুড়াল, এ-১৩ দ্বারা একটি তলোয়ার, এ-১৫ দ্বারা একটি পাইপ এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের লাঠি বহন করার বিষয়ে কোনও উল্লেখ ছিল না। নথি অনুসারে, এটি বলা যেতে পারে যে পিডব্লিউ১-এর পক্ষ থেকে এফআইআর-এ বাদ দেওয়া এবং আদালতের সামনে উন্নতির জন্য কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছিল না।

১০. ১ থেকে ৭ নম্বর অভিযুক্তের রক্তমাখা জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করার পঞ্চ সাক্ষী পিডব্লিউ ১১ রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করেনি। একইভাবে, অভিযুক্ত নম্বর ১১ জামাকাপড়ের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করা সন্দেহজনক,পিডব্লিউ ১৩ যার সাক্ষী ছিল। নথিতে থাকা উপাদান অনুসারে, অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করার সঠিকতাও আস্থা জাগায় না।

১১. পি. ডব্লিউ. ৬, যিনি অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের অনুরোধে অস্ত্র উদ্ধারের প্রমাণ দিয়েছিলেন, তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকাশ বিবৃতি এবং বাজেয়াপ্ত পাঞ্চনামায় তাঁর স্বাক্ষর নির্দেশ করতে পারেননি। তিনি স্বীকার করেছেন যে প্রসারণ .৭২ (স্মারকলিপি) এবং প্রসারণ ৭৩ (বাজেয়াপ্ত পঞ্চনামা) তাঁর স্বাক্ষর বহন করে না। পি. ডব্লিউ৯ অভিযুক্ত নম্বর ১ থেকে ৭-এর বাড়ি থেকে লাঠি উদ্ধার করার পরে, তারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ফিরে আসে যেখানে প্রায় সমস্ত কাগজপত্র লেখা ছিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, সেই লাঠিগুলিকে অপরাধমূলক নিবন্ধ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না কারণ সেই লাঠিগুলিতে কোনও রক্তের দাগ ছিল না। একইভাবে, অভিযুক্ত নম্বর ১৩ এবং ১১-এর কাছ থেকে উদ্ধার করা তলোয়ার এবং কুড়ালটিতেও রক্তের দাগ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রপক্ষ এই সত্যটি প্রমাণ করেছে বলে বলা যায় না যে অভিযুক্তরা সেই অস্ত্রগুলি দিয়ে মৃত ব্যক্তির হাতের তালু কেটে ফেলেছে।

১২. মৃত ব্যক্তির দেহের ময়নাতদন্ত করা ডাক্তার-পিডব্লিউ ৭-এর মতে, তাঁর হাত কেটে ফেলার কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুর কারণ ছিল। তবে, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি স্বাভাবিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং "এখানে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে কোনও আঘাত ছিল না। পিডব্লিউ ৭ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে মৃত ব্যক্তির কোনও ক্ষত বা আঘাত ছিল না এবং মতামত দিয়েছে যে সময়মতো চিকিৎসা করা হলে মৃত ব্যক্তি বেঁচে যেতেন। একই সাথে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে কোনও ব্যক্তিকে লাঠি এবং লোহার পাইপ দিয়ে মারধর করা হয়, যেমন বর্তমান মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে,

আঘাত এবং ক্ষত হওয়া সম্ভব।। তার জেরায়, ডাক্তার আরও প্রকাশ করেছেন যে হাত এবং পা বা উভয়ই কেটে ফেলার কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে না। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে, চিকিৎসকরা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১৩. অনেক ব্যক্তি, বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী, যারা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সাক্ষী এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন সাক্ষী হতে পারে, তাদের রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ পক্ষের কাছ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

। ১৪. রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে, পিডব্লিউ ১ এবং পুলিশ স্কুলের চারপাশে অনুসন্ধান করার পরিবর্তে গ্রামের কূপ ও নালায় মৃত ব্যক্তির সন্ধান করার জন্য নথিতে কোনও যথাযথ ব্যাখ্যা নেই, রাষ্ট্রপক্ষের গল্প অনুসারে পিডব্লিউ ২,৩ এবং ৫ সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল যে, মৃত ব্যক্তিকে স্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, সাক্ষীদের দ্বারা বর্ণিত ক্রমের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা দেখে, মামলার ঘটনাগুলির শৃঙ্খলাকে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা যায় না।

১৫. আদালতের কর্তব্য হল সবসময় তুষ থেকে ভুসি আলাদা করা এবং বিবৃতির বিশৃঙ্খলা থেকে সত্যকে উদ্ধার করা। সময়ের ব্যবধানের কারণে মানুষের পক্ষে ভিন্ন বিবৃতি দেওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এই ধরনের বিবৃতি রাষ্ট্রপক্ষের মূল বিষয়টিকে পরাজিত করতে যায় তবে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বস্তুগত এবং আদালতকে এই ধরনের বিবৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

তাহসিলদার সিং বনাম ইউ. পি. রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ১০১২-এর উপর নির্ভরশীল।

১৬. |হাইকোর্ট মামলার কিছু দিক ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন পিডব্লিউ২-এর কাছে ঘটনাটি রাত ৯টার দিকে ঘটেছিল। এফআইআর-এও সময়টি রাত ৯টার দিকে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট তার রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে যে ঘটনাটি সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ঘটেছে। সুতরাং, নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ঘটনাটি রাত ৯টায় ঘটেছে, হাইকোর্টের অনুমান অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে নয়, এবং মৃত ব্যক্তির হাত কেটে দেওয়ার এবং তার মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল না।

১৭. রাষ্ট্রপক্ষের মামলার ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যের পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যের উন্নতি ও দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলা যায় না যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে একটি বেআইনী সমাবেশে পরিণত হয়েছিল এবং মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার লক্ষ্যে হামলা চালিয়েছিল, যাতে ফৌজদারি আইনের বিধানগুলি আকৃষ্ট করা যায়। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়নি। বিচার আদালত ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তুলে ধরে নির্বোধ পদ্ধতিতে মামলাটি পরিচালনা করেছিল এবং একটি যুক্তিসঙ্গত রায় দিয়েছিল যার মাধ্যমে অভিযুক্তদের খালাস দেওয়া হয়েছিল, যার সাথে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না। বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করার কোনও জোরালো কারণ এবং যথেষ্ট ভিত্তি ছিল না।

মহাবীর সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ১০ এস. সি. সি ২২০: [২০১৬] ৮ এস. সি. আর ৩৯৪; এল. এল. কালে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০০০) ১ এস. সি. সি ২৯৫; জোগিন্দর সিং ও আরেকজন. ওয়াই. হরিয়ানা রাজ্য (২০১০) ১৫ এস. সি. সি ৪০৭; নানকুনু বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৬) ৩ এস. সি. সি ৩১৭: [২০১৬] ৪ এস. সি. আর ৬২৭; তোতা সিং ও আনার বনাম পঞ্জাব রাজ্য, ১৯৮৭ সি. আর. আই. এল. জে ৯৭৪; রমেশ বাবুলাল দোশি বনাম গুজরাট রাজ্য, ১৯৯৬ সি. আর. আই. এল. জে ২৮৬৭-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গঃ

২০১৬] ৮ এস. সি. আর. ৩৯৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০০০) ১ এস. সি. সি. ২৯৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১০) ১৫ এস. সি. সি. ৪০৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১৬] ৪ এস. সি. আর. ৬২৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
১৯৮৭ সি. আর. আই. এল. জে ৯৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪
১৯৯৬ সি. আর. আই. এল. জে ২৮৬৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৫
১৯৫২ সি. আর. আই. এল. জে ৩৩১	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩
[১৯৫৪] ১ এস. সি. আর ১৪৫	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৭
[১৯৬৪] ৮ এস. সি. আর ১৩৩	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৮
[১৯৬৪] ৩ এস. সি. আর ৩৯৭	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৯

২০০৫ সিআরআইএলজে ২১৯৯	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০০৭] ৩ এসসিআর ৯৩৯	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩০
[১৯৯৬] ২ সম্পূরক। এসসিআর ৩৪৮	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৫
[১৯৬৪] এসি ৭৬৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০০৭] ১৩ এসসিআর ৬৫৩	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০০৮] ১১ এসসিআর ১০৪৮	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০১০] ৮ এসসিআর ১০৩৬	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৫
এআইআর ১৯৫৯ এসসি ১০১২	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৪২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৪ সালের ৪০৮ নং ফৌজদারি আপিল।

১৯৯৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৯০-এ নাগপুরের বোম্বে বেঞ্চের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ২১.১২.২০১৩ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সাথে

ফৌজদারি এ নং ২০১৪ সালের ৫২০, ১৩২৮, ১২২৮, ১২২৩, ১২২৯, ১৩৩০ এবং ১৫৭৮, ।

ভি. ভি. এস. রাও, প্রবীণ আইনজীবী., সুশ্রী আনাঘা এস, দেশাই, বরুণ মাথুর, ধর্মেন্দ্র কুমার সিনহা, তাদিমল্লা ভাস্কর গৌতম, সুবোধ কে পাঠান, নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশ্বরকর, আইনজীবী উপস্থিত দলগুলির জন্য।

'আদালতের রায়টি প্রদান করেছিলেন

এন. ভি. রমনা, বিচারপতি ১. এই আপিলগুলি ২১শে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত, যা বোম্বে হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার, নাগপুর বেঞ্চ কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৯০-এ প্রদত্ত হয়েছিল, যেখানে হাইকোর্ট ১৯৯৫ সালের দায়রা মামলা নং ৪০-এ অমরাবতীর অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশকে বাতিল করে এবং অভিযুক্ত নং ৬ (মৃত) ব্যতীত সকল অভিযুক্ত/আপিলকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ধারা ১৪৭, ১৪৮, ৪৫২ সহ পঠিত ১৪৯, ধারা ৩০২ সহ পঠিত ১৪৯ এবং ধারা ৫০৬-এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।

২. সংক্ষেপে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্যটি হল যে, ১৯৯৫ সালের ১৯শে জুন সন্ধ্যা ৭টার দিকে জলকা শাহপুর গ্রামে ৫০টাকা'- পরিশোধ নিয়ে একটি মুদি দোকানের কাছে রাস্তায় দুই গ্রামবাসী শামরাও (মৃত) এবং বালিয়া (অভিযুক্ত নং ৪)-এর মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে শামরাও (মৃত) হাতাহাতির সময় বালিয়াকে (অভিযুক্ত নং ৪) চড় মেরেছিলেন। কিছু সময় পরে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত ষোলজন অভিযুক্ত ব্যক্তি শামরাও-এর বাড়িতে প্রবেশ করার সময় গালিগালাজ করে, তাকে বাড়ি থেকে বের করে টেনে নিয়ে যায়, তার হাত ও পায়ে আঘাত করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তারা ক্রমাগত শামরাও-কে আঘাত করে এবং একই সাথে তাকে একটি মাঠে টেনে নিয়ে যায় যেখানে অবশেষে তারা তার ডান হাতের তালু কেটে ফেলে এবং স্থান ত্যাগ করে। । অভিযুক্তদের আক্রমণের সময়, চন্দা (পিডব্লিউ ১) [শামরাও-এর স্ত্রী] তার স্বামীকে আঘাত না করার জন্য অনুরোধ করে তাদের অনুসরণ করে এবং ভয়ে সে কোনও গবাদি পশুর ঘরে আশ্রয় নেয়। পরে সে হর্ষবর্ধন ভালেকর নামে একজনের বাড়িতে গিয়ে তাকে ঘটনার কথা জানায়। তারপর পিডব্লিউ ১ সহ হর্ষবর্ধন ভালেকর অমরাবতীর দিকে অগ্রসর হন এবং শামরাও-এর পরিবারের সদস্যদের ঘটনার কথা জানান। এরপর তাঁরা অমরাবতীর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান, যেখানে তাঁদের নন্দগাঁও পেথ থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী, ১৯৯৫ সালের ২০ শতাংশ জুন একটি অভিযোগ (প্রসরণ ৫৫) দায়ের করা হয়, যা ১৯৯৫ সালের ৭২ নং অপরাধ মামলা। এফআইআরের একটি অংশকে- -এর অধীনে কমিয়ে আনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

অভিযুক্তদের নাম ও ঠিকানা, যদি থাকে	১, গজানন চিঞ্চোলকর ২. বাল্যা ভগত ৩. প্রমোদ খেডকার ৪. রাজু মোহোল + ২০ থেকে ২৫ জন
সন্দেহভাজনদের নাম এবং ঠিকানা	
দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ী অপরাধের প্রকৃতি। চুরি হওয়া সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে তার মূল্য উল্লেখ করুন।	ঘটনাটি হল, উপরোক্ত তারিখে, সময় এবং স্থান অনুসারে, যখন অভিযোগকারীর স্বামী বাড়িতে ছিলেন, তখন তিনি অভিযুক্তদের মধ্যে বাল্য ভগতের বাড়িতে মাছের টাকা দাবি করার জন্য যান, তখন অভিযুক্তরা অভিযুক্তের স্বামীর বাড়িতে আসেন এবং অভিযুক্তরা তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যান এবং উক্ত ঘটনার কারণে, অপরাধটি নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্তের জন্য নেওয়া হয়।

৩. দত্তাত্রেয় কুলকার্নি, এ. পি. ১ (পি. ডব্লিউ. ১৭) তদন্ত শুরু করেন এবং জলকা শাহপুর গ্রামে নিখোঁজ শামরাও-এর সন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত ২১ শে জুন, ১৯৯৫-এ আনন্দ ভুরভুরে, পি. ডব্লিউ ১ এবং পি.ডব্লিউ. ১৭-এর তথ্যে শামরাও-এর মৃতদেহ পাওয়া যায়, যশবন্ত থাওয়ালে নামে এক ব্যক্তির মাঠে, তার ডান হাতের তালু ছাড়া, যা তারা কিছু দূরত্বে খুঁজে পেয়েছিল। 'ঘটনা, তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল, মৃত ব্যক্তির জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, কিছু সাক্ষীর বিবৃত নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং মৃতদেহ' ময়নাতদন্তের জন্য অমরাবতীর সিভিল সার্জনে পাঠানো হয়েছিল।১৬ নম্বর অভিযুক্ত, যাকে পলাতক বলা হয়েছিল, বাদে সকল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদের নির্দেশে, অপরাধে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল, প্রকাশ্য বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছিল, জব্দ পঞ্চানামা নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং অভিযুক্তদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার পর, ১ থেকে ১৫ নম্বর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, যার জন্য অভিযুক্তরা নির্দোষ দাবি করেছিলেন এবং বিচার দাবি করেছিলেন।

৪. অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের প্রচেষ্টায়, রাষ্ট্রপক্ষ ১৯ জন সাক্ষীর পরীক্ষা করেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার পরিচালনার পরে বিচারিক বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্তের অপরাধ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই, সমস্ত অভিযুক্ত, যাদের বিরুদ্ধে বিচার করা হয়েছিল (অভিযুক্ত সংখ্যা ১ থেকে ১৫), তাদের বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল তা থেকে খালাস পেয়েছে। অভিযুক্ত নং ১৬, যিনি পলাতক ছিলেন, বিচারের শেষে গ্রেপ্তার হন। অতএব, বিচার আদালত তার বিরুদ্ধে পৃথক বিচারের নির্দেশ দেয়।

৫. বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, মহারাষ্ট্র রাজ্য হাইকোর্টে আপিল করে। আপিলের বিচারাধীন থাকাকালীন, হাইকোর্টে, অভিযুক্ত নং ৬-এর মেয়াদ শেষ হয়। হাইকোর্ট বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে এবং এখানে আপত্তিজনক রায় দিয়ে, অভিযুক্ত নং ৬ ব্যতীত সকল অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারা ১৪৭, ১৪৮, ৪৫২ সহ পঠিত, ধারা ১৪৯, ধারা ৩০২ সহ পঠিত এবং ধারা ৫০৬, ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারা ১৪৭, ১৪৮ এবং ৪৫২ এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। তাদের ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারা ১৪৭, ১৪৮ এবং ৪৫২ এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যেখানে ধারা ৩০২ এবং ধারা ১৪৯ এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ধারা ৫০৬ এর অধীনে অপরাধের জন্য তাদের ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবে, সমস্ত সাজা একসাথে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৬. খালাসের আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য অভিযুক্ত নং ১ থেকে ৫ এবং ৭ থেকে ১৪ আমাদের সামনে রয়েছে। মনে হচ্ছে অভিযুক্ত নং ১৫, গজানন পান্ডুরঙ্গ চিনচোলকার, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেননি।

৭. এটা মনে রাখা সুবিধাজনক হতে পারে যে অভিযুক্ত নং ১ (মোতিরাম) এবং ৩ (রবীন্দ্র) ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৩৩০, অভিযুক্ত নং ২ (ভাস্কররাও), ৯ (মারোতি ভাস্কররাও ভগত) এবং ১০ (ভাগবত ভাওরাও ভগত) ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৪০৮, অভিযুক্ত নং ৪ (বাল্য) এবং ৫ (বিষ্ণু ভাওরাও ভগত) ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৭৮, অভিযুক্ত নং ৭ (মারোতি মহাদেওরাও কোসারে) ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১২২৯, অভিযুক্ত নং ৮ (লক্ষ্মণ ভাওরাও ভগত) ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল ১৩২৮, অভিযুক্ত নং ১১ (প্রভাকর নরসাজি ভগত) ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল দায়ের করেছেন। ২০১৪ সালের ১২২৩ নং, অভিযুক্ত নং ১২ (বাবারাও লক্ষ্মণরাও আধাও) ২০১৪ সালের ১২২৮ নং ফৌজদারি আপিল দায়ের করেছেন এবং অভিযুক্ত নং ১৩ (দিলীপ উত্তমরাও মানকুর) এবং ১৪ (প্রমোদ দেবীদাস খেদকর) ২০১৪ সালের ৫২০ নং ফৌজদারি আপিল দায়ের করেছেন।

৮. অভিযুক্ত নম্বর ৮-এর পক্ষ থেকে যুক্তি পেশ করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভি. ভি. এস. রাও। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতী অনঘা এস. দেশাই অভিযুক্ত নম্বর ২,৭,৯ এবং ১০ থেকে ১৪-এর পক্ষে যুক্তি দেখান, অন্যদিকে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী ধর্মেন্দ্র কুমার সিনহা অভিযুক্ত নম্বর ১,৩,৪ এবং ৫-এর বিষয়ে যুক্তি পেশ করেন। সংশ্লিষ্ট আইনজীবী যুক্তি শোনার পর, যেহেতু অভিযুক্ত আদেশটি এক এবং একই, তাই আমরা এই সমস্ত আবেদনগুলি একটি সাধারণ যুক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাই।

৯. এটি আপিলকারীদের মামলা-অভিযুক্তরা যে পুরো রাষ্ট্রপক্ষ গল্পটি নির্দোষ আপিলকারীদের মিথ্যাভাবে জড়িত করার জন্য সাজানো হয়েছে এবং এটি সত্য ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নয়। রাষ্ট্রপক্ষ তত্ত্বে বেশ কয়েকটি ত্রুটি ছিল। যে মৃতের মৃতদেহটি মৃতের বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে একটি মাঠে পাওয়া গিয়েছিল, এবং অভিযুক্তের মৃতের হত্যার ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই। তার কাটা হাতের তালু তার মৃতদেহের কিছু দূরে পাওয়া গিয়েছিল, তবে কে মৃত ব্যক্তির হাতের তালু কেটেছিল সে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অভিযুক্তের নির্দেশে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যে অস্ত্র উদ্ধার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাতে কোনও রক্তের দাগ ছিল না

সমস্ত রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী আন্তঃসম্পর্কিত এবং রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সমর্থনে কোনও স্বাধীন সাক্ষী ছিল না। বিচার আদালত আগ্রহী সাক্ষীদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে বাতিল করেছে।

১০. এটিও যুক্তি দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রপক্ষ এফআইআর দায়ের করার পর্যায় থেকে বিচারের সমাপ্তি পর্যন্ত পরিস্থিতি উন্নত করেছে এফআইআরে, একটি মুদি দোকানের কাছে ৫০-টাকা একটি বিষয় নিয়ে মৃত এবং অভিযুক্ত নং ৪-এর মধ্যে কথিত ঝগড়া সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। পিডব্লিউ ১ (মৃত ব্যক্তির স্ত্রী) পরে গল্পটি উপস্থাপন করেছিলেন। মুদি দোকানের মালিককে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয়নি যার প্রমাণ প্রমাণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে যে একটি ঝগড়া হয়েছে যা ঘটনার পুরো ভিত্তি বা উস্কানি। আরও অভিযোগ করা হয় যে, চরণদাস ও অনন্ত নামে আরও দুইজন সাক্ষী ছিলেন, কিন্তু তাঁদেরও রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি। এফআইআরে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাত্র চারজন, কিন্তু ১৬ জনকে অভিযুক্ত হিসাবে মামলায় টেনে আনা হয়েছে। ঘটনার সময় অভিযুক্তদের উপস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষীদের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং তাদের জবানবন্দি রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কোনও পরীক্ষা সনাক্তকরণ কুচকাওয়াজও করা হয়নি এবং সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সাক্ষীদের কাছে পরিচিত নন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের প্রমাণ অবিশ্বাস্য কারণ অভিযোগ ছিল যে মৃত ব্যক্তিকে তার বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে মাটিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, তারপরেও মৃতের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

১১. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে কোনও পরীক্ষা সনাক্তকরণ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়নি, কোনও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, মৃত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশে কোনও আঘাতের উল্লেখ করা হয়নি এবং সর্বোপরি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ অভিযুক্ত চক্ষুগত প্রমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উচ্চ আদালত এই বিষয়টিও লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিচার আদালত চক্ষুগত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে কোনও আইনি ত্রুটি করেনি যাতে অভিযুক্তরা নির্দোষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে সাক্ষ্যের নতুন মূল্যায়নের বিষয়ে এই আদালত আইনটি যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করেছে যে, প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার আদালতের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপিল আদালতকে নিম্ন আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফল এবং উপসংহারকে বিঘ্নিত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। নিষ্পত্তি হওয়া আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, উচ্চ আদালতের বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না। কিন্তু বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশ বাতিল করে, হাইকোর্ট আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে গুরুতর অবৈধ কাজ করেছেন - অভিযুক্তদের

ফলে ন্যায়বিচারের অপচয় ঘটেছে যা এই আদালতের হস্তক্ষেপকে আমন্ত্রণ জানায়। তাদের যুক্তির সমর্থনে অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী-আবেদনকারীরা মহাবীর সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, (২০১৬) ১০ এস. সি. সি ২২০, এল. এল. পঞ্চম কালে, মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০০০) ১ এস. সি. সি ২৯৫, জোগিন্দর সিং ও আরেকজন বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০১০) ১৫ এস. সি. সি ৪০৭ এবং নানকুনু বনাম ইউ. পি রাজ্য (২০১৬) ৩ এস. সি. সি ৩১৭-এ এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১২. অন্যদিকে, রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী-শ্রী নিশান্ত রমাকান্তরাও কাটনেশ্বরকর এই বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করেন এবং বলেন যে, বিচারিক বিচারক কোনও বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করেন। জবানবন্দিতে ছোটখাটো অসঙ্গতিগুলি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খালাস আদেশ পাস করার জন্য অযৌক্তিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা নৃশংসভাবে মৃত ব্যক্তিকে মাঠে টেনে নিয়ে যায় এবং লাঠি, কুড়াল ও তলোয়ার দিয়ে তাকে আক্রমণ করে। পিডব্লিউ১-মৃত ব্যক্তির স্ত্রী চন্দা তার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি অভিযুক্তের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুসরণ করে অভিযুক্তরা নির্বিচারেভাবে মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে যার ফলে তার মৃত্যু হয়। হাইকোর্ট মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং এই আদালতের অনুগ্রহ চাওয়ার বিতর্কিত আদেশে কোনও আইনি ত্রুটি ছিল না।

১৩. আমরা পূর্বে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করেছি।

১৪. যেহেতু বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট, নথিভুক্ত প্রমাণের প্রশংসা করে, সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, এখানে কিছু সাক্ষী বিবৃতি পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে যা এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। আপিল পর্যায়ে প্রমাণের প্রশংসা করার প্রক্রিয়াগুলিতে, আমাদের এই আদালতের মতামত মনে রাখতে হবে, যা **তোতা সিং এবং আরেকজন বনাম পাঞ্জাব রাজ্য**, ১৯৮৭-এ প্রকাশিত হয়েছে।

"হাইকোর্ট তার রায়ে খুঁজে পায়নি যে পিডব্লিউ২ এবং পিডব্লিউ৬-এর সাক্ষ্য বাতিল করার জন্য বিজ্ঞ দায়রা জজ যে কারণগুলি দিয়েছেন তা অযৌক্তিক বা বিকৃত ছিল। হাইকোর্ট যা করেছে তা হল নিজেরাই প্রমাণগুলির একটি স্বাধীন পুনর্মূল্যায়ন করা এবং খালাসকে কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যে এই ধরনের পুনর্বিবেচনার ফলস্বরূপ, হাইকোর্ট জ্ঞানী দায়রা জজ দ্বারা নথিভুক্ত করা সিদ্ধান্তের থেকে আলাদা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আগ্রহী ছিল। এই আদালত বারবার উল্লেখ করেছে

যে আপিল আদালত কেবলমাত্র প্রমাণের পুনঃমূল্যায়ন করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আগ্রহী যা নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের সাথে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, তা খালাসের রায় বাতিল করার জন্য বৈধ এবং পর্যাপ্ত কারণ গঠন করবে না। খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আপিল আদালতের এখতিয়ার এই সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ যে খালাসের আদেশে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না যদি না মামলার সাক্ষ্যের বিবেচনার জন্য নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গি কোনও প্রকাশ্য অবৈধতার দ্বারা কলুষিত হয় বা নীচের আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত করা উপসংহারটি এমন হয় যা সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করা কোনও আদালত দ্বারা পৌঁছানো যেত না এবং তাই এটি বিকৃত হিসাবে চিহ্নিত করা দায়বদ্ধ। যেখানে মামলায় উপস্থাপিত প্রমাণের মূল্যায়নের বিষয়ে দুটি মতামত সম্ভব এবং নীচের আদালত এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যা যুক্তিসঙ্গত, আপিল আদালত খালাসের আদেশে আইনত হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এমনকি যদি এই মতামত না থাকে যে সাক্ষ্যের বিবেচনার বিষয়ে নীচের আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে তা ভুল।

১৫. রমেশ বাবুলাল দোশী বনাম গুজরাট রাজ্য, ১৯৯৬ সিআরআইএলজে ২৮৬৭ মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ

"এই আদালত বারবার বলে আসছে যে, সাক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের উপর আপিল আদালত কর্তৃক বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত মতামত ব্যতীত অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈধভাবে পৌঁছানো যেতে পারে এই নিছক সত্যটি খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটি বৈধ এবং পর্যাপ্ত ভিত্তি গঠন করতে পারে না যদি না এটি এই সিদ্ধান্তে আসে যে সাক্ষ্য নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিচার আদালতের পুরো দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে অবৈধ ছিল বা তার দ্বারা আসা সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল। খালাস নিয়ে রায় দেওয়ার সময় আপিল আদালতকে প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর চাইতে হবে যে বিচার আদালতের ফলাফলগুলি স্পষ্টভাবে ভুল, স্পষ্টতই ভুল বা প্রদর্শনযোগ্যভাবে টেকসই নয়। আপিল আদালত যদি উপরোক্ত প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দেয় তবে খালাসের আদেশে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।

১৬. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলি মাথায় রেখে, আমরা ঘটনা সম্পর্কে বিচার আদালতে জবানবন্দি দেওয়া সাক্ষীদের কিছু বক্তব্য লক্ষ্য করতে পারি। পিডব্লিউ-১ [মৃতের স্ত্রী] জবানবন্দি দিয়েছেন যে তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে ঝগড়ার কথা জানতে পেরেছিলেন, যা ঘটনাটি ঘটার আগে

তার মৃত স্বামী এবং অভিযুক্ত নং ৪ এর মধ্যে হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে যখন তিনি তার স্বামীর জন্য রাতের খাবার রান্না করছিলেন, তখন অভিযুক্ত নং ৪, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং পলাতক অভিযুক্ত (রাজু) তার বাড়িতে প্রবেশ করে। অভিযুক্ত তার স্বামীকে উঠোনে টেনে নিয়ে যায়। সে বলে যে সে অভিযুক্ত নং ১১-কে একটি কুড়াল দিয়ে সশস্ত্র হতে দেখেছিল, অভিযুক্ত নং ১৩ একটি তলোয়ার দিয়ে সশস্ত্র ছিল এবং অভিযুক্ত ১০,১৬ একটি লোহার পাইপ ধরে ছিল। সে আরও বলে যে বাকি অভিযুক্তরা লাঠি দিয়ে সশস্ত্র ছিল এবং মোট ১৫ জন হামলাকারী ছিল। তার স্বামীকে বিনায়ক ভালেকরের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, যার বাড়ি তিন-চারটি বাড়ির পরে বলে। সেই জায়গায় তারা আবার মৃত ব্যক্তিকে মারধর করে। পিডব্লিউ-আই বলে যে সে হামলাকারীদের তার স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করছিল। এই মুহূর্তে, অভিযুক্ত নং ১১ পিডব্লিউ-আই-কে হুমকি দিয়েছিল যাতে সে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে না পারে। তদনুসারে, সে সুধা ভালেকর নামে এক ব্যক্তির গবাদি পশুর বাড়িতে ছুটে যায়, যাকে অভিযুক্ত নং ১৪ দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল এবং ভয়ে প্রায় দুই ঘন্টা লুকিয়ে ছিল। এরপরে, পিডব্লিউ-১ হর্ষবর্ধন বালেকরের বাড়িতে যায়, যিনি প্রথমে তার সাথে অমরাবতীতে জেলা সদর দফতরে যান, যেখানে তিনি মৃতের পরিবারকে (শ্বশুর-শাশুড়ি এবং শ্যালক) অবহিত করেন এবং তারপরে অমরাবতী থানায় যান। তাদের নন্দগাঁও থানায় মামলা দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হলে, তারা অভিযোগ দায়ের করতে নন্দগাঁও থানায় ফিরে আসে।

১৭. জেরা চলাকালীন তিনি বলেন যে পিডব্লিউ-৩,৪ এবং ৫ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং অভিযুক্তরাও পরস্পর সম্পর্কিত ছিল। অভিযুক্ত নং ৪ এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে তিনি বলেন যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। সবশেষে, তাঁর মৃত স্বামী এবং অভিযুক্ত নং ৪-এর মধ্যে আগের হাতাহাতি কেন এফআইআর-এ নথিভুক্ত করা হয়নি তার কোনও কারণ তিনি উল্লেখ করতে পারেননি।

১৮. পি.ডব্লিউ-২ বলেন যে, ঘটনার দিন তিনি যখন বাড়ির ভিতর থেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, তখন তিনি তাঁর বাড়ির বাইরে কিছু হৈচৈ শুনেছিলেন। তিনি যখন বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে অভিযুক্তরা মৃত ব্যক্তিকে কুড়াল, পাইপ, তলোয়ার এবং লাঠির মতো অস্ত্র দিয়ে মারধর করছে। তিনি বলেছেন যে তিনি অভিযুক্ত নং ১১-কে কুড়াল দিয়ে সজ্জিত, অভিযুক্ত নং ৪-কে বাঁশের লাঠি দিয়ে সজ্জিত, অভিযুক্ত নং ১৩-কে তলোয়ার দিয়ে সজ্জিত এবং অভিযুক্ত নং ১৬-কে লোহার পাইপ ধরে থাকতে দেখেছিলেন। যেহেতু তিনি ভয় পেয়েছিলেন, তিনি হামলাকারীদের পিছনে যাননি। ক্রস পরীক্ষার সময় তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে সেখানে কুড়ি জনেরও বেশি লোক থাকতে পারে।

১৯. পিডব্লিউ-৩-এ বলা হয়েছে যে তিনি অভিযুক্তকে লাঠিসোঁটা, তলোয়ার, লোহার পাইপ এবং কুড়াল দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে তীব্র মারধর করতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি অভিযুক্তকে ১৬,১৫ এবং ১ নম্বর লাঠিসোঁটা দিয়ে স্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ভয়ে অভিযুক্তকে অনুসরণ করেননি এবং পরের দিন যশবন্ত সাওয়াই নামে একজনের মাঠে মৃতদেহ পাওয়া যায়। জেরা চলাকালীন তিনি বলেছিলেন যে অভিযুক্তের দেওয়া তীব্র মারধরের কারণে মৃত ব্যক্তি তার বাড়ির সামনে মারা গিয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি স্বীকার করেছেন যে মৃত ব্যক্তি তার আত্মীয় ।

২০. এটি লক্ষ করা যেতে পারে যে পিডব্লিউ-৪ এবং ৫ ঘটনা সম্পর্কে একই প্রভাবের সাক্ষ্য দিয়েছে। তারা আরও স্বীকার করেছে যে তারা মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই মুহূর্তে ডাক্তারের সাক্ষী বিবৃতি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যিনি ময়নাতদন্ত পরিচালনা করেছিলেন, [পিডব্লিউ-৭]। মৃত ব্যক্তির শরীরে লাঠির আঘাত সম্পর্কে, তিনি উল্লেখ করেছেন-

'.....যদি কোনও ব্যক্তিকে লাঠি বা পাইপ দিয়ে মারধর করা হয় তবে ক্ষত এবং ক্ষত হতে পারে। আমি মৃত ব্যক্তির দ্বারা কোনও ক্ষত বা ক্ষত খুঁজে পাইনি এবং তাই আমি পিএম-তে এই ধরনের আঘাতের কথা উল্লেখ করিনি।

মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে, পিডব্লিউ-৭-এর অধীনে বলা হয়েছে-

"২০ নম্বর কলামে বর্ণিত ইনজুরি স্টার্নামটি সম্ভব যদি কোনও ব্যক্তি শক্ত পৃষ্ঠে পড়ে যায়। আঘাতের কারণে রক্তক্ষরণের কারণে মৃত ব্যক্তিটি শক-এ চলে যায় এবং যার ফলে তার মৃত্যু হয়। রক্তক্ষরণের কারণে মৃত ব্যক্তিটি মারা যান। রক্তক্ষরণের কারণে হৃৎপিণ্ডের চেম্বারগুলি খালি পাওয়া যায় এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি ফ্যাকাশে হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি অক্ষত ছিল। আমি শরীরের কোনও গুরুত্বপূর্ণ অংশে কোনও আঘাত পাইনি। রক্তক্ষরণ হ 'ল' ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণ এবং সময়মতো চিকিত্সার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। হাত ও পা শরীরের অ-গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাত কেটে ফেলার কারণে এবং পা কেটে ফেলার কারণে অথবা উভয় ব্যক্তির মৃত্যু নাও হতে পারে। এটা সবসময় সম্ভব নয় যে একজন ব্যক্তি ১,২ ও ৫ নং ছেঁড়া ক্ষতের কারণে মারা যেতে পারে যেমন কলুম নং ১৭' [এস আই সি .]

[জোর দেওয়া হয়েছে]

২১. পিডব্লিউ-১০ অভিযোগ দায়ের করার সময় পিডব্লিউ-১০ নন্দগাঁও পুলিশ স্টেশনের হেড কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

আলোচনার জন্য উপরোক্ত সাক্ষীর জেরা পর্যবেক্ষণ করা উপকারী হতে পারে, কারণ নিম্নরূপ-

....৩. অভিযোগকারী পিডব্লিউ১-চন্দা তার অভিযোগে এই সত্যটি উল্লেখ করেননি যে, তার স্বামী যখন অভিযুক্ত নং ৪-এর কাছে টাকা দাবি করেছিলেন, তখন অভিযুক্ত নং ৪ তার স্বামীকে গালিগালাজ করেছিলেন। পিডব্লিউ১-চন্দা তার অভিযোগে এই সত্যটি উল্লেখ করেননি যে, অভিযুক্ত নং ১৩ এবং অভিযুক্ত নং ১৫ এসে তার বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন। পিডব্লিউ১-চন্দা তার অভিযোগে এই সত্যটি উল্লেখ করেননি যে, তিনি আক্রমণকারীদের তার স্বামীকে মারধর না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। পিডব্লিউ১-চন্দা তার প্রতিবেদনে এই সত্যটি উল্লেখ করেননি যে, অভিযুক্ত নং ১১ কুড়াল দিয়ে সজ্জিত ছিল, পিডব্লিউ১-চন্দা তার প্রতিবেদনে এই সত্যটি উল্লেখ করেননি যে, অভিযুক্ত নং ১৩-এর হাতে তলোয়ার ছিল। পিডব্লিউ১-চন্দা তার প্রতিবেদনে এই সত্যটি উল্লেখ করেননি যে, অভিযুক্ত নং ১৫-এর হাতে পাইপ ছিল। পিডব্লিউ১-চন্দা তার প্রতিবেদনে প্রদর্শনী.৫৫ এ উল্লেখ করেননি যে বাকি আততায়ীদের হাতে লাঠি ছিল। পিডব্লিউ১ - চন্দা তার অভিযোগে প্রদর্শনী.৫৫ এ উল্লেখ করেননি যে অভিযুক্ত-আততায়ীরা তার স্বামী শামরাওকে উঠোনে মারধর করেছে।

উপরোক্ত সাক্ষী থেকে, এটা স্পষ্ট যে এফআইআর সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে গঠিত ছিল না যা পরবর্তীকালে পিডব্লিউ-১ এবং অন্যান্যরা আদালতের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

২২. এটা উল্লেখ করা প্রসঙ্গের বাইরে নাও হতে পারে যে পিডব্লিউ ১১ এবং ১৩-এর মতো বাজেয়াপ্ত সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক সাক্ষীরা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করেননি।

২৩. মামলার বিশ্লেষণে এগিয়ে যাওয়ার আগে, বিচার আদালতের খালাস আদেশের বিরুদ্ধে একটি মামলার শুনানি করার সময়, হাইকোর্টকে যে মান প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কিত দিকটি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই প্রথমে এফ. জি. সি. এস করতে হবে। হাতে থাকা মামলায়, বিচার আদালত, একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের পরে, উপসংহারে আসে এবং দৃঢ় যুক্তির মাধ্যমে অভিযুক্তকে খালাস দেয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে আপিল আদালত অভিযুক্তের নির্দোষতা জি-কে পুনরায় নিশ্চিত করার কাজে আরও বোঝা বহন করে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আপিল আদালতকে খুব সতর্ক হতে হবে বলে মনে করা হয় এবং খালাসের আদেশে তার হস্তক্ষেপ কেবল তখনই ডাকা হয় যখন বাধ্যতামূলক কারণ এবং যথেষ্ট ভিত্তি থাকে। অন্য কথায়, হাইকোর্টের সেই প্রমাণ পর্যালোচনা করার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যার ভিত্তিতে খালাসের আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও বিচারিক আদালত কর্তৃক অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার মাধ্যমে অভিযুক্তের নির্দোষতার ধারণা আরও দৃঢ় হয়,

সাক্ষীদের দেখা এবং তাদের সাক্ষ্য শোনার সুবিধাপ্রাপ্ত আদালতের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং বাধ্যতামূলক কারণেই বাতিল করা যেতে পারে [সূরজপাল সিং ও অন্যান্য বনাম রাজ্য, ১৯৫২ সিআরআইএলজে ৩৩১ দেখুন]।

২৪. এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে, আমাদের পরীক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে, হাইকোর্ট বিচার আদালতের অনুসন্ধানগুলিকে বিপর্যস্ত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা এবং হাইকোর্টের পক্ষে খালাসের আদেশ বাতিল করে অভিযুক্ত আপিলকারীকে হত্যার সমতুল্য অচ্ছাকৃত হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করার জোরালো কারণ ছিল কিনা?

২৫. আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, বিচার আদালত যে এগারোটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে দেখেছে যে, রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়নি, তার মধ্যে আমাদের এই মতামত রয়েছে যে, আমাদের সেই চারটি পরিস্থিতির দিকে মনোনিবেশ করা দরকার, যা যথেষ্ট হতে পারে, যাতে দেখানো যায় যে হাতে থাকা মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়নি।

২৬. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমাণ করার জন্য পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের মূল্য তার সঞ্চিত প্রভাবের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, পরিস্থিতিগত প্রমাণের একটি একক অংশ অভিযুক্তের দোষী হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য বাড়িয়ে দিতে পারে, তবে এই ধরনের বেশ কয়েকটি প্রমাণ একসাথে নেওয়া দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট সম্ভাব্য শক্তি বহন করতে পারে, যদি এই ধরনের পরিস্থিতিগত প্রমাণ ঘটনার একটি অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা তৈরি করে যার ফলে কেবলমাত্র একটি অনুমান করা হয়।

২৭. হাতে থাকা প্রমাণের মূল্যায়নের দিকে ফিরে আসা যাক, শুরুতে, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এই বিষয়টির দিকে যে সাক্ষীদের পরস্পর সংযুক্ত করা হয়েছিল, এবং এই আদালতকে তাদের বক্তব্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সাক্ষ্যের মূল্যায়নের বিষয়ে আইনটিকে পুনর্বিবেচনা করা উপকারী হবে। দলীপ সিং ও অন্যান্যরা বনাম 'পঞ্জাব রাজ্য, (১৯৫৪) ১ এসসিআর ১৪৫, বেঞ্চের পক্ষে বিচারপতি ভিভিয়ান বোস আইনটিকে-এর অধীনে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'একজন সাক্ষীকে সাধারণত স্বাধীন হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদি না সে এমন উৎস থেকে উদ্ভূত হয় যা সম্ভবত কলঙ্কিত হতে পারে এবং সাধারণত এর অর্থ যদি না সাক্ষী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শত্রুতার মতো কারণ থাকে, তাকে মিথ্যাভাবে জড়িত করতে চায়।

সাধারণত, একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই প্রকৃত অপরাধীকে পরীক্ষা করবেন এবং একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে জড়িত করবেন। এটা সত্য, যখন অনুভূতি প্রবল হয় এবং শত্রুতার জন্য ব্যক্তিগত কারণ থাকে, যে এখানে

একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে টেনে আনার প্রবণতা যার বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী, দোষীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে এই ধরনের সমালোচনার জন্য অবশ্যই ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এবং সম্পর্কের নিছক সত্য ভিত্তি থেকে দূরে প্রায়শই সত্যের একটি নিশ্চিত গ্যারান্টি,

যাইহোক, আমরা কোনও ব্যাপক সাধারণীকরণের চেষ্টা করছি না। প্রতিটি মামলা অবশ্যই তার নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত। আমাদের পর্যবেক্ষণগুলি কেবল সেই বিষয়গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যা আমাদের সামনে প্রায়শই বিচক্ষণতার সাধারণ নিয়ম হিসাবে সামনে রাখা হয়। এমন কোনও সাধারণ নিয়ম নেই। প্রতিটি মামলা অবশ্যই তার নিজস্ব তথ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং পরিচালিত হতে হবে।

২৮. মাসলতি বনাম ইউ. পি. রাজ্য, (১৯৬৪) ৮ এস. সি. আর ১৩৩, এই আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্টভাবে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে-

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে যখন কোনও ফৌজদারি আদালতকে পক্ষপাতদুষ্ট বা আগ্রহী সাক্ষীদের দেওয়া প্রমাণের প্রশংসা করতে হয়, তখন এই ধরনের প্রমাণের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক হতে হয়। প্রমাণের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে কি নাঃ প্রমাণ আদালতকে খাঁটি বলে মনে করে কি না; প্রমাণ দ্বারা প্রকাশিত গল্পটি সম্ভাব্য কিনা, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

কিন্তু আমরা মনে করি, এটা যুক্তি দেওয়া অযৌক্তিক হবে যে সাক্ষীদের দেওয়া বেড়া কেবল এই ভিত্তিতে ফেলে দেওয়া উচিত যে এটি পক্ষপাতদুষ্ট বা আগ্রহী সাক্ষীদের প্রমাণ। প্রায়শই যথেষ্ট, যেখানে গ্রামে গোষ্ঠীগুলি বিরাজ করে এবং এই ধরনের দলগুলির মধ্যে শত্রুতার ফলে হত্যা করা হয়, ফৌজদারি আদালতগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট ধরনের প্রমাণ নিয়ে কাজ করতে হয়।

একমাত্র 'ভিত্তিতে এই ধরনের প্রমাণের যান্ত্রিক প্রত্যাখ্যান যে এটি পক্ষপাতদুষ্ট তা সর্বদা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে,

কতটা প্রমাণের প্রশংসা করা উচিত সে সম্পর্কে কোনও কঠোর ও দ্রুত নিয়ম স্থাপন করা যায় না। এই ধরনের প্রমাণ নিয়ে বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সতর্ক হতে হবে; তবে এই ধরনের প্রমাণ পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত এই আবেদনকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৯. দারিয়া সিং ও অন্যান্যরা বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (১৯৬৪) ৩ এস. সি. আর ৩৯৭ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, যিনি ভুক্তভোগীর নিকট আত্মীয়, তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা উচিত, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। হরবংস কৌর ও আরেকজন বনাম হরিয়ানা রাজ্য, ২০০৫ ফৌজদারি মামলা ২১৯৯-এ, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে 'আইনে এমন কোনও প্রস্তাব নেই যে আত্মীয়দের মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। অন্যদিকে, যখন পক্ষপাতিত্বের আবেদন উত্থাপিত হয় তখন প্রমাণ করতে হবে যে সাক্ষীদের প্রকৃত অপরাধীকে রক্ষা করার এবং অভিযুক্তকে মিথ্যাভাবে জড়িত করার কারণ ছিল।

৩০. নামদেও বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০০৭) ১৪ এস. সি. সি. ১৫০-এর মামলাটি আমাদের নিজেদের উদ্বিগ্ন করার প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে এই আদালত পূর্ববর্তী নজিরগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে আইনটিকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত করেছে-

এটি স্পষ্ট যে কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে "আগ্রহী" সাক্ষী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি একজন "স্বাভাবিক" সাক্ষী। তবে তার প্রমাণ অবশ্যই যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা উচিত। যদি এই ধরনের তদন্তের ভিত্তিতে তার প্রমাণ অন্তর্নিহিতভাবে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, সহজাতভাবে সম্ভাব্য এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য দোষী সাব্যস্তকরণ এই ধরনের সাক্ষীর "একমাত্র" সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে হতে পারে। মৃত বা ভুক্তভোগীর সাথে সাক্ষীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করার কোনও ভিত্তি নয়। অন্যদিকে, মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাধারণত প্রকৃত অপরাধীকে ছেড়ে দিতে এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে জড়িত করতে সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক হবেন।

৩১. এই আদালতের পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলির অধ্যয়ন থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, যে ব্যক্তি আইনের আদালতে সাক্ষী হয়েছে, যার ফলস্বরূপ দৃঢ় আগ্রহ রয়েছে, যদি ফলাফলের প্রতি যাদের কোনও আগ্রহ নেই তাদের সাথে একই মাপকাঠিতে ওজন করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে বিকৃত সত্যের জন্য আদালতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। এই দৃঢ় নিয়ম যা এই ব্যবস্থার প্রাচীর হিসাবে রয়ে গেছে এবং যা এই জাতীয় উত্স থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের মূল্য নির্ধারণ করে, সতর্কতার সাথে এবং যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করা দরকার। এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে সাক্ষীর স্বার্থ অবশ্যই তার সাক্ষ্যকে প্রভাবিত করবে একটি সর্বজনীন সত্য। অধিকন্তু, পক্ষপাতিত্বের প্রভাবে, একজন মানুষ সঠিকভাবে বিচার করার মতো অবস্থানে নাও থাকতে পারে, এমনকি যদি সে আন্তরিকভাবে তা করতে চায়। একইভাবে, সে নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ দেওয়ার মতো অবস্থানে নাও থাকতে পারে, যখন তার স্বার্থ জড়িত থাকে। এই ধরনের প্রভাবের অধীনে, মানুষ, সচেতনভাবে না হলেও, কিছু তথ্য দমন করবে, অন্যদের নরম বা সংশোধন করবে এবং অনুকূল রঙ প্রদান করুন।

এগুলি বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণকারী বিবেচ্য বিষয় মানব সাক্ষ্য, এবং প্রমাণের নিয়ম প্রয়োগ এবং প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে সত্যের মাত্রায় এর ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

৩২. রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ১-এর বক্তব্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছে যে অভিযুক্ত-আবেদনকারীরা তার স্বামীকে হাত ও পায়ে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে এবং তাকে তার বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে মাঠে টেনে নিয়ে যায়, যার ফলে তার মৃত্যু হয়। অপরাধে ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি তলোয়ার, লাঠি, কুড়াল এবং পাইপ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। স্বীকারযোগ্যভাবে, অভিযুক্তদের কাছ থেকে উদ্ধার করা কোনও অস্ত্রের উপর কোনও রক্তের দাগ পাওয়া যায়নি। বিশেষত অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির বাড়ির সামনে এবং পিডব্লিউ৩-বিনায়ক ভালেকরের বাড়ির কাছে এবং যশবন্ত থাওয়ালের মাঠে তিনটি জায়গায় তার উপর হামলা চালিয়েছিল। যাইহোক, পিডব্লিউ ২,৪ এবং ৫ তাদের জবানবন্দিতে বিনায়ক ভালেকরের বাড়ির সামনে মৃত ব্যক্তির উপর এই ধরনের হামলার কথা উল্লেখ করেনি। উপাদান থেকে মনে হয় যে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই যিনি অভিযুক্তকে যশবন্ত থাওয়ালের জমিতে মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে দেখেছেন। পিডব্লিউ ৩-এর বিবৃতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। এক পর্যায়ে, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে মৃত ব্যক্তি তার বাড়ির সামনে মারা গিয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ এবং আদালতে একটি ভিন্ন বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। পিডব্লিউ ৪-এর ক্ষেত্রেও একই রকম-সুধা, যিনি মৃত ব্যক্তির উপর হামলার বিষয়ে উন্নতি করেছেন। এছাড়াও আঘাত পাওয়ার দিক সম্পর্কে পিডব্লিউ ৪-সুধা সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বিভিন্ন বিবৃতি ছিল।

। ৩৩. পিডব্লিউ৪-এর জবানবন্দিতে দেখা যায় যে তিনি এ-১, এ-৪, এ-২, এ-১৩, এ-৪ এবং এ-১৬-এর জড়িত থাকার ঘটনা দেখেছেন, যদিও তিনি বলেছিলেন যে তিনি হামলাকারীদের নাম জানেন না বলে তাদের দক্ষতার দ্বারা সনাক্ত করতে পেরেছিলেন, তবুও টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়নি যা রাষ্ট্রপক্ষের ক্ষেত্রে মারাত্মক। তাদের জবানবন্দিতে পিডব্লিউ ২,৩ এবং ৫ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার জড়িত থাকার বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিয়েছে এবং অভিযুক্তদের লক্ষ্য করার বিষয়েও যে মৃত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করার সময় তাকে স্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে পিডব্লিউ। এবং ৪ এই বিষয়ে নীরব ছিল। ঘটনার সময় আলোর প্রাপ্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যও ছিল। পিডব্লিউ৪-সুধার স্বামী পিডব্লিউ৩ -বিনায়কের মতে, যার বাড়ি মহল্লার শেষ বাড়ি এবং

মৃতের বাড়ি থেকে আরও চারটি বাড়ির দূরত্বে অবস্থিত, ঘটনাটি ঘটে রাত ৯ টায়। তাঁর বাড়ির পিছনের রাস্তাটি স্কুলে যায় এবং তাঁর বাড়ির সামনে একটি তেঁতুল গাছ রয়েছে এবং তাঁর বাড়ির আঙিনায় বসে থাকা শামরাও-এর বাড়িটি দৃশ্যমান নয়। তাঁর জেরা চলাকালীন তিনি পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন যে মৃত শামরাও-এর বাড়িটি তাঁর বাড়ির পিছনের দিকে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন, তাঁর বাড়ি থেকে মৃতের বাড়ি পর্যন্ত "এল" টাইপের সুর রয়েছে যা তাঁর আঙ্গিনা থেকে দেখা যায় না। তাঁর মতে, মৃত শামরাও তাঁর বাড়ির সামনে মারা যান এবং পরের দিন তিনি মাঠে শামরাও-এর মৃতদেহ দেখতে পান।

৩৪. এখন মামলার তথ্যে আসা যাক, পিডব্লিউ ১ (মৃত ব্যক্তির স্ত্রী) হাত কেটে ফেলার সাক্ষী হয়নি, যার ফলে তার স্বামীর চূড়ান্ত মৃত্যু হয়েছিল। এখানে অভিযুক্তের দোষের বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণের অভাবে বিশ্বাস না করা এই আদালতের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ তার প্রমাণ আপাত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতিতে ভরা।

৩৫.এই মামলায় জড়িত প্রমাণের প্রকৃতি এবং মানের কারণে, মামলাটিকে শক্তিশালী করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত ৪ নম্বর ব্যক্তিকে চড় মেরেছিলেন, সেই পূর্ববর্তী ঝগড়ার বিষয়টি তুলে ধরে মামলাটিকে শক্তিশালী করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত ৪ নম্বর ব্যক্তিকে চড় মেরেছিলেন। এই আদালত বেশ কয়েকবার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের প্রতি সাধারণ অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে, এই আদালত কখনও কিছু ইংরেজি মামলা [২]-তে বর্ণিত চরম অবস্থানকে অনুমোদন করেনি, যা জেরোম হল সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে '[অবশ্যই] দণ্ডবিধির যেকোনো অংশই স্পষ্টভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার চেয়ে'[৩]। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ভারতে আইন এখন সুনিশ্চিত যে পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যের ভূমিকা রয়েছে [৪], তবে কেবল উদ্দেশ্যের অভাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপক্ষেরমামলা বাতিল করা এই বিষয়টিকে কৃতিত্ব দেওয়ার সমান হবে, যেখানে এটি প্রাপ্য নয় [৫] মৃত ব্যক্তির উপর হামলা করার পিছনে অভিযুক্তের উদ্দেশ্য ছিল সেই ঝগড়া যার সময় মৃত ব্যক্তি অভিযুক্ত ৪ নম্বর ব্যক্তিকে চড় মেরেছিল। প্রসঙ্গত, মুদি দোকানে উপস্থিত স্বাধীন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেও রাষ্ট্রপক্ষ একই প্রমাণ করতে পারেনি, যদিও রাষ্ট্রপক্ষ ১৯ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিল। পিডব্লিউ ১০—নন্দগাঁও পেঠ থানার হেড কনস্টেবল শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পিডব্লিউ ১-এর মৌখিক অভিযোগ লিখিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পিডব্লিউ১ অভিযোগ দায়েরের সময় পূর্ববর্তী ঝগড়ার কথা উল্লেখ করেননি। অভিযোগের পর্যায় থেকে তার তদন্তকারী প্রধানের কাছে পিডব্লিউ১-এর জবানবন্দিতে নিঃসন্দেহে অনেক উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া, ঝগড়ার বিষয়ে পিডব্লিউ১ -এর সাক্ষ্যকে কানে শোনা সাক্ষ্য হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১ 'হরি শঙ্কর বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য., (১৯৯৬) ৯ এস. সি. সি ৪০.

'২ চ্যান্ডলার বনাম ডিপিপি, [১৯৬৪] এসি ৭৬৩,

৩ জেরোম হল, ফৌজদারি আইনের সাধারণ নীতি ৮৮ (২য় সংস্করণ. ১৯৬০),

৪ উফজাগর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য, (২০০৭) ১৩ এস. সি. সি ৯০) এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্য বনাম কিষাণপাল ও অন্যান্যরা , (২০০৮) ১৬ এস. সি. সি ৭৩।

৫ বিপিন কুমার মণ্ডল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (২০১০) ১২ এস. সি. সি ৯১

দোকান, যদিও রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা ১৯ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পি.ডব্লিউ১০-পি. এস নন্দগাঁও পেথের প্রধান কনস্টেবল শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পি. ডব্লিউ১-এর মৌখিক অভিযোগকে লিখিত আকারে কমিয়ে দিয়েছিলেন, স্পষ্টভাবে বলেছেন যে অভিযোগ দায়ের করার সময় পি. ডব্লিউ১-এর পূর্ববর্তী ঝগড়া সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়নি। পি.ডব্লিউ. ১-এর বক্তব্যের অভিযোগের পর্যায় থেকে তার পরীক্ষা-ইন-চোর পর্যন্ত নিঃসন্দেহে অনেক উন্নতি হয়েছিল। উপরন্তু, ঝগড়া সম্পর্কিত পি. ডব্লিউ১-এর প্রমাণ শ্রবণযোগ্য প্রমাণ হিসাবে নিষিদ্ধ।

৩৬, বিকল্পভাবে, রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল যে অভিযুক্ত পক্ষটি অ-এসসি/এসটি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত যেখানে ভুক্তভোগী এসসি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু, বিচার আদালতের মতে, রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ করতে পারেনি যে মৃত ব্যক্তিটি তফসিলি বর্ণের এবং অভিযুক্তরা অ-তফসিলি জাতি বা উপজাতির ছিল এবং রাষ্ট্রপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যার মধ্যে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের ৩ (i) (x) এবং ২ (v) ধারার অধীনে অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগের বিপরীতে, হাইকোর্ট বিচার আদালতের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গিকেও নিশ্চিত করেছে, যা অন্য কথায় রাষ্ট্রপক্ষ সংস্করণকে ভুল প্রমাণ করেছে।

৩৭. এখন আমাদের মামলার অন্যান্য দিকগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে যেমন অভিযুক্ত অপরাধে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের দ্বন্দ্ব এবং তাদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রেও আইপিসি-র ধারা ১৪৯-এর বিধানগুলিকে আকৃষ্ট করার জন্য বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। একজন অভিযুক্ত অবশ্যই অপরাধের জন্য পরোক্ষভাবে দোষী, যদিও সে সরাসরি অপরাধ সম্পাদনে জড়িত না হলেও অন্য অভিযুক্তদের দ্বারা সংঘটিত হয়, যদি সে বেআইনি সমাবেশের সদস্য হিসাবে প্রমাণিত হয় তার সাধারণ উদ্দেশ্য ভাগ করে নেয়। এটা স্পষ্ট যে পিডব্লিউ অনুসারে! (মৃত ব্যক্তির স্ত্রী)-অভিযোগকারী, এফআইআরে (এক্সটেনশান ৫৫) তাঁর দ্বারা উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল চারজন, যারা তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছে, যখন প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন লোক বাড়ির বাইরে জড়ো হয়েছিল এবং তারা সকলেই মৃত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করেছিল। তবে, প্রধান পরীক্ষায় তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে সর্বমোট ছিল। ১৫ জন হামলাকারী যারা তার স্বামীকে আক্রমণ করেছিল। যদিও সে তার জবানবন্দিতে হামলাকারীদের নাম বলতে ব্যর্থ হয়েছিল সে একটি বিষয় তুলে ধরেছিল যে সে সমস্ত হামলাকারীদের চেনে। পিডব্লিউ ১০-এর মতে-অভিযোগের লেখক শ্রীকৃষ্ণ, পিডব্লিউ ১ তার বাড়িতে ১৩ এবং ১৫ নম্বর অভিযুক্তের প্রবেশের কথা বলেনি। এফআইআর দায়েরের সময় তিনি

এ-১১-এর কুড়াল, এ-১৩-এর তরবারি, এ-১৫-এর পাইপ এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের লাঠি বহনের বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেননি। রেকর্ডে থাকা তথ্য দেখে বলা যেতে পারে যে, আদালতের সামনে এফআইআরে ভুলত্রুটি এবং উন্নতির জন্য পিডব্লিউ১-এর পক্ষ থেকে কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

৩৮. পি.ডব্লিউ.১১- সাগর, ১ থেকে ৭ নম্বর অভিযুক্তের রক্তমাখা জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করার পঞ্চ সাক্ষী, রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটিকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, পুলিশ তাকে থানায় ডেকেছিল এবং তার স্বাক্ষর নিয়েছিল। একইভাবে, অভিযুক্ত ১১ নম্বর জামাকাপড়ের ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত সন্দেহজনক, যার পি. ডব্লিউ ১৩-গুনবন্ত সাক্ষী ছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত, অফিসে প্রথমবার সেই জামাকাপড় দেখেছিলেন এবং তিনি তার বিষয়বস্তুর সঠিকতা না জেনেই পুলিশের অনুরোধে কাগজে স্বাক্ষর করেছিলেন। নথি অনুসারে, অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করার সঠিকতাও আস্থা জাগায় না।

৩৯. নথি থেকে এটাও স্পষ্ট যে পিডব্লিউ৬-সুখদেব, যিনি অভিযুক্ত-আবেদনকারীদের অনুরোধে অস্ত্র উদ্ধারের প্রমাণ দিয়েছিলেন, তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকাশ বিবৃতি এবং বাজেয়াপ্ত পঞ্চনামায় তাঁর স্বাক্ষর নির্দেশ করতে পারেননি। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে প্রসরণ ৭২ (স্মারকলিপি) এবং প্রসরণ ৭৩ (বাজেয়াপ্ত পঞ্চনামা) তাঁর স্বাক্ষর বহন করে না। পি.ডব্লিউ.৯— আনন্দ রামটেকে জবানবন্দি দিয়েছেন যে অভিযুক্ত নং ১ থেকে ৭-এর বাড়ি থেকে লাঠি উদ্ধারের পর, তারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ফিরে আসেন যেখানে প্রায় সমস্ত কাগজপত্র লেখা ছিল। এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, সেই লাঠিগুলিকে অপরাধমূলক জিনিস হিসাবে বিবেচনা করা যায় না কারণ সেই লাঠিগুলিতে কোনও রক্তের দাগ ছিল না। একইভাবে, অভিযুক্ত নং ১৩ এবং ১১-এর কাছ থেকে উদ্ধার করা তরবারি এবং কুঠারেও রক্তের দাগ নেই। এই পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রপক্ষ এই সত্য প্রমাণ করতে পারে না যে অভিযুক্তরা সেই অস্ত্র দিয়ে মৃত ব্যক্তির হাত কেটে ফেলেছে। একইভাবে, অভিযুক্ত ১৩ ও ১১ নম্বরের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া তলোয়ার ও কুঠারটিতেও রক্তের দাগ নেই। এই পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রপক্ষ এই সত্যটি প্রমাণ করেছে বলে বলা যায় না যে অভিযুক্তরা সেই অস্ত্রগুলি দিয়ে মৃত ব্যক্তির হাতের তালু কেটে ফেলেছে।

৪০. মৃত ব্যক্তির দেহের ময়নাতদন্তকারী পিডব্লিউ ৭-এর ডাঃ পুষ্পা সদাওয়ানির মতে, তাঁর হাত কেটে ফেলার কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুর কারণ ছিল। তবে, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি স্বাভাবিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে কোনও আঘাত ছিল না। ডান কাটা কব্জি এবং অগ্রভাগ এবং পায়ের নীচের অংশের পৃষ্ঠীয় দিকের উপর ছিদ্রযুক্ত ক্ষত ছিল। পিডব্লিউ৭ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে যে মৃত ব্যক্তির শরীরে কোনও ক্ষত বা আঘাত ছিল না এবং মতামত দিয়েছে যে সময়মতো

চিকিৎসা করালে মৃত ব্যক্তি বেঁচে যেতেন। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বর্তমান মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তিকে লাঠি ও লোহার পাইপ দিয়ে মারধর করা হয়, তবে ক্ষত এবং আঘাত হতে পারে। তাঁর জেরা চলাকালীন ডাক্তার আরও প্রকাশ করেছিলেন যে, হাত ও পা বা উভয়ই কেটে ফেলার কারণে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে না। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে, চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণগুলি রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৪১. এটা খুবই বিস্ময়কর যে পিডব্লিউ১-চন্দা, যে তার স্বামীর উপর ভয়াবহ হামলার সাক্ষী ছিল, প্রায় দুই ঘন্টা গবাদি পশুর ঘরে লুকিয়ে ছিল এবং তারপর হর্ষবর্ধন ভালেকরের বাড়িতে গিয়েছিল যার কাছে সে ঘটনাটি বর্ণনা করেছিল। এর পরে, তারা দুজনেই, মৃতের খোঁজ না করে অমরাবতীতে পিডব্লিউ ১-এর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল তারপর তারা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যায় এবং তারপর তারা অভিযোগ দায়ের করতে থানায় যায়। হাস্যকরভাবে, হর্ষবর্ধন ভালেকর যিনি প্রধান সাক্ষী হতে পারতেন তাকে পরীক্ষা করা হয়নি। পিডব্লিউ-এর আচরণ এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হর্ষবর্ধন ভালেকরের তদন্ত না করা রাষ্ট্রপক্ষ ফুলদানি দুর্বল করে দেয়। একই সময়ে, মৃত ব্যক্তির সন্ধান বা অভিযোগ দায়ের করতে থানায় যাওয়ার পরিবর্তে তারা কোন উদ্দেশ্যে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়েছিলেন তার কোনও যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। পিডব্লিউ ১,২ এবং ৩-এর প্রমাণ অনুসারে লক্ষ্মণ ভালেকর, ভাউরাও, অরুণ ভালেকর এবং নামদেও ভালেকর একই পাড়ায় বসবাসকারী মৃতের প্রতিবেশী, কিন্তু তাদের কাউকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ মামলার আরেকটি দুর্বলতা হ 'ল এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে যে ধনজয় সোনটক্কে এবং জনার্দন আলেকরও অভিযুক্তকে মৃত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করতে দেখেছিলেন, কিন্তু তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। একইভাবে, অনন্ত ভুরভুরে নামে একজন ব্যক্তি যিনি প্রথম যশবন্তরাওয়ের জমিতে মৃতদেহটি খুঁজে পেয়েছিলেন, তাকেও পরীক্ষা করা হয়নি। এটা স্পষ্ট যে সেই সমস্ত ব্যক্তি, বিশেষত মৃতের প্রতিবেশী, যারা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সাক্ষী ছিলেন এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন সাক্ষী হতে পারেন, তাদের রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ পক্ষ থেকে কোনও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

৪২, আরেকটি দিক যা রাষ্ট্রপক্ষের গল্পে সন্দেহের সৃষ্টি করে তা হল হ্যাট পিডব্লিউ৫-পিডব্লিউ২-এর আসল ভাই মারোটি-নরেন্দ্র এবং পিডব্লিউ৪-এর ভাগ্নে সুধা, তার জেরা (প্রসরণ .৭০)-এ পুলিশের নথিভুক্ত করা বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে এবং * এ 'চিহ্নিত করে যে সে এবং তার ভাই (পিডব্লিউ২) মৃত ব্যক্তিকে দরজার সামনে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। তার মতে তিনি এই সত্যটি বলেননি, পুলিশ পরের দিন সকালে ৮ টায় গ্রামে পৌঁছেছিল

এবং তিনি সকাল ১০টায় পুলিশের সঙ্গে মাঠে যান। -পিডব্লিউ ৪ সুধা-এর স্বামী পিডব্লিউ ৩ বিনায়ক একটি বিবৃতি দেন যে তিনি যশবন্ত থাওয়ালের মাঠে মৃতদেহ দেখেছেন। পিডব্লিউ ২-নরেন্দ্র আরও বলেছেন যে, ৯টা ৩০ মিনিটে তিনি অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলে উক্ত মাঠে মৃতদেহটি খুঁজে পান। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বাদী পক্ষের সাক্ষীদের মধ্যে বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যেও পিডব্লিউ-এর জন্য কোনও যথাযথ ব্যাখ্যা নেই। এবং পুলিশ স্কুলের চারপাশে অনুসন্ধান করার পরিবর্তে গ্রামের কূপ ও নালায় মৃত ব্যক্তিকে খুঁজছে, রাষ্ট্রপক্ষের গল্প অনুসারে পিডব্লিউ ২,৩ এবং ৫ সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল যে মৃত ব্যক্তিকে স্কুলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, সাক্ষীদের দ্বারা বর্ণিত ক্রমের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা দেখে, মামলার ঘটনাগুলির শৃঙ্খলটি রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে বলা যায় না। সর্বদা আদালতের কর্তব্য হল ভুসি থেকে তুষ আলাদা করা এবং বিবৃতির গণ্ডগোল থেকে সত্যকে খনন করা। সময়ের ব্যবধানের কারণে মানুষের পক্ষে ভিন্ন বিবৃতি দেওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই ধরনের বিবৃতি যদি রাষ্ট্রপক্ষের মূল বক্তব্যকে পরাজিত করতে যায়, তাহলে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বস্তুগত এবং আদালতকে এই ধরনের বিবৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে [দেখুনঃ তাহসিলদার সিং বনাম উত্তর প্রদেশ. রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি ১০১২]

৪৩. বিতর্কিত রায় থেকে আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে, হাইকোর্ট মামলার কিছু দিক ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে। পিডব্লিউ২-এর মতে-নরেন্দ্র ঘটনাটি রাত ৯টার দিকে ঘটেছিল। এফআইআর-এও সময়টি রাত ৯টার মতো উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছে, "যতদূর পর্যন্ত আলোর প্রাপ্যতা সম্পর্কিত জমা দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কিত, আমরা দেখতে পাই যে ঘটনাটি জুন মাসে গ্রামে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে ঘটেছিল এবং জুন মাসে বিদর্ভ অঞ্চলে আলোর প্রাপ্যতা দেখে, প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট আলো ছিল বলে মনে করতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।" নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে, অভিযুক্ত ঘটনাটি হাইকোর্টের অনুমান অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে নয়, রাত ৯টায় ঘটেছে এবং মৃত ব্যক্তির হাত কেটে ফেলা এবং তার মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল না।

৪৪, যুক্তিতর্কের শেষে, বারে জানানো হয় যে বিচার আদালত রাজুর বিষয়ে পৃথক বিচার পরিচালনা করেছে-অভিযুক্ত নং ১৬, যিনি আগে পলাতক ছিলেন, এবং তাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছেন এবং রাজ্য তার খালাসের বিরুদ্ধে কোনও আবেদন করেনি। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে, অভিযুক্ত ১৬ নম্বর রাজুর বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের ১২ নম্বর বিশেষ (নৃশংসতা) মামলায় পরবর্তী বিচারে পিডব্লিউ ১, ২ এবং ৩ বিপরীত বক্তব্য দিয়েছে,

বর্তমান মামলায় তারা যা জবানবন্দি দিয়েছে তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

৪৫. রাষ্ট্রপক্ষের মামলার পূর্ববর্তী ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যের পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যের উন্নতি ও দ্বন্দ্ব বিবেচনা করে বলা যায় না যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে একটি বেআইনি সমাবেশে পরিণত হয়েছিল এবং মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা চালিয়েছিল, যাতে ফৌজদারি আইনের বিধানগুলি আকৃষ্ট করা যায়। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, এটি প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়নি। আমরা বিবেচনা করছি যে, বিচারিক আদালত ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তুলে ধরে নির্বোধ পদ্ধতিতে মামলাটি পরিচালনা করেছে এবং যুক্তিসঙ্গত যুক্তি দিয়ে অভিযুক্তদের খালাস করেছে, যার সাথে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না। আমাদের দৃষ্টিতে, বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করার কোনও জোরালো কারণ এবং যথেষ্ট ভিত্তি নেই। উপরের বিষয়গুলির সাথে যুক্ত করে, আমাদের জানানো হয়েছে যে অভিযুক্তরা ইতিমধ্যেই প্রায় তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন এবং তাদের জামিন মওকুফ করা হয়েছে।

৪৬.রাষ্ট্রপক্ষ মামলার মূল বক্তব্য এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিবেচনা করছি যে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে, আমরা এই আপিলগুলি অনুমোদন করি, হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে এবং আমাদের সামনে আপিলকারীদের বিষয়ে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ পুনরুদ্ধার করি। ফলস্বরূপ, তাদের জামিনের বন্ডগুলি বাতিল হয়ে যায়। মুলতুবি আবেদনগুলি, যদি থাকে, সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee